06 MAR 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

শিল্প-সংস্কৃতি

নজরুল ইন্সটিটিউট

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আর নজরুল ইন্সটিটিউট হলো নজরুল চর্চা সংক্রান্ত এদেশের একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। নজরুল চর্চা সম্পর্কে সরকারের আগ্রহ-উৎসাহ বহুদিনের হলেও এ উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা একেবারেই হাল আমলের ঘটনা। নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী। ১৯৭২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কবিকে এনে ধানমণ্ডির যে বাড়ীতে রাখা হয়েছিলো সেই "কবি ভবন"-এ এর অফিস। ঠিকানাঃ রোড নং-২৮ (পুরাতন), বাড়ী নং-৩৩০ বি, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

নজরুল ইন্সটিটিউটের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে নজরুল জীবনীর দুষ্প্রাপ্য উপাদান এবং অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য নজরুল সৃষ্টি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ। কর্মসূচীর মধ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা এবং নজরুলেরও নজরুল বিষয়ক বই-পত্র প্রকাশের কাজকর্ম অবশ্যই আছে।

নজরুল মৃত্যুবার্ষিকী ১৯৮৬ উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ইন্সটিটিউটের মুখপত্র 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা'র পাঁচটি সংখ্যা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। শ তিনেকের বেশী নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড কিনেছেন নজরুল সঙ্গীত গবেষক ও সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে। আলোকচিত্র শিল্পী নাসির আলী মামুনের কাছ থেকে নজরুল ইসলামের কিছু আলোকচিত্রও তাঁরা কিনেছেন। নজরুল ইসলামের কিছু দুষ্প্রাপ্য বই এবং নজরুলের পরিচালনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'লাঙল'-এর কিছু সংখ্যা এবং সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র কিছু সংখ্যা তাঁরা মরহুম কবি আবদুল কাদিরের বংশধরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। নজরুল জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ছাড়াও আরো কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও তাঁরা করেন। পঞ্চাশটি নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপির একটা খণ্ডও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। কবি আবদুল কাদিরের নজরুল বিষয়ক রচনার একটা সংকলনও তাঁরা প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন।

নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক কবি ও সাহিত্য সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ্। অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ্ সাহেবের একটি পরিচয় এই যে, তিনি নজরুল সাহিত্য বিষয়ক বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং নিবন্ধাদি লিখেছেন। তবে নজরুল ইন্সটিটিউটে একমাত্র কর্মরত নজরুল গবেষক তিনিই। আর কেউ নন। ফলে, অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংরক্ষণসহ গবেষণামূলক কাজকর্মের সব কিছুই তাঁর উপরই নির্ভর করে। অথচ নির্বাহী পরিচালক হিসাবে ফাইল-পত্রাদিও তাঁর না দেখলে চলে না। ফলে, সম্পাদনা ও গবেষণামূলক কাজকর্মের অনেক কিছুই আটকে আছে তাঁর অবসরের অপেক্ষায়। বাইরের নজরুল গবেষকদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি না হলে নজরুল ইন্সটিটিউট নজরুল ভক্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতখানি পূরণ করতে পারবে সেটা বলা কঠিন। কেননা, নজরুল জীবন, নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত ইত্যাকার বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা লোক একান্তই দরকার। এত কিছু একজনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

নজরুল ইন্সটিটিউটে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই - এবং পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি যা সংগৃহীত হচ্ছে সেগুলো দেখার এবং সেগুলোর কাজ করার সুযোগ নজরুল ইন্সটিটিউটের বাইরের নজরুল গবেষকরাও প্রত্যাশা করেন। আর নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড-এর ক্যাসেট কেবলমাত্র স্বরলিপিকারদের না দিয়ে তা অন্যান্য নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং নজরুল ভক্তদের কাছে সহজলভ্য করলে ভালো হয়।

নজরুল ইন্সটিটিউট অধ্যাদেশ ১৯৮৪ মোতাবেক যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে এই রকমঃ

(১) কবির রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, পরিচালনা এবং অধ্যয়ন।

(২) দেশ-বিদেশ থেকে কবির সঙ্গীত ও অন্যান্য রচনাবলী সংগ্রহ, সম্পাদনা, সংরক্ষণ ও প্রকাশনা।

নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত নজরুল জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করছেন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিক.

(৩) কবির সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(৪) কবির সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের অবদান সম্পর্কে অলোচনা সভা, সম্মেলন, বিতর্কিকা, সেমিনার ও বক্তৃতামালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(৫) নজরুল সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বইপত্র এবং গানের রেকর্ড ও টেপ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) যথার্থরূপে নজরুল সঙ্গীতের পরিবেশনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক টেপ, ছায়াছবি ও স্বরলিপি বইয়ে যাতে গ্রহণযোগ্যমান রক্ষিত হয় তা তদারক করা।

(৭) নজরুল সঙ্গীত ও নজরুল কবিতা

নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত নজরুল স্মৃতি প্রদর্শনীতে নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শোনাচ্ছেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত গবেষক ও রেকর্ড সংগ্রাহক জনাব আবদুস সাত্তার.

আবৃত্তি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া।

(৮) ইন্সটিটিউটের অভিমত অনুযায়ী যারা নজরুল বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের পুরস্কার প্রদানের বন্দোবস্ত করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বয়স এখন দু' বছর হলো। কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলিয়ে মোট ১২ জনকে সরকার এ যাবত এখানে নিয়োগ করেছেন।

অতি সাম্প্রতিককালে সরকার কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামো তথা অর্গানোগ্রাম অর্থাৎ যাতে বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনুমোদিত জনশক্তির সংখ্যা রয়েছে, তা অনুমোদিত হয়েছে। এখন সকলের প্রত্যাশা যে, অচিরেই গবেষণা বিভাগ, সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিভাগ, সংস্কৃতি বিভাগ ইত্যাদি চালু করা সম্ভব হবে।

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যা আসছে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। এতে নজরুল গবেষক ও নজরুল বিশেষজ্ঞদের অনেকের লেখাই থাকে। কিছু কিছু নিবন্ধে দুষ্প্রাপ্য নথি-তথ্য তারিখেরও সন্ধান মেলে। নজরুল ইন্সটিটিউট নজরুল জীবনভিত্তিক একটা দুর্লভ পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করেছে। এই সব অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজগুলোই জরুরী। এই সবকিছু সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনাও।

নজরুলের বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা গঠনমূলক গবেষণাধর্মী কাজকর্ম করছেন নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে তাঁদের একত্রিত করে আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করলে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলোও সহজ হয়ে আসবে বলে মনে হয়।